কফিনবন্দী গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বেনজির হত্যাকান্ড

সোনা কান্তি বড়ুয়া

বিগত ২০০৭ সালের ২৭ শে ডিসেম্বরের সকাল বেলায় কম্পিউটারে ই-মেইল খুলেই একটা মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক খবর "পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের গুন্ডাদের গণহত্যার বলি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো।" পরবর্তী সময়ে টেলিভিশনের নানা চ্যানেল জুড়ে উক্ত সংবাদের বিবিধ ব্যাখ্যাসহ রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকত বাগ পার্কে রক্তাক্ত বেনজির ভুট্টোর হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা পর্যন্ত এসে, জনৈক সাংবাদিক যেন বর্ণনা শক্তি হারান। সিন্ধু নদের তীরে ভুট্টো সমর্থকদের কান্নায় পাকিস্তানীরা কেমনে রাখে আঁখি বারি চাপিয়া? কারন উক্ত পার্কে ১৯৫১ সালে ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান জনতার উদ্দেশ্যে ভাষনদান কালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তখন থেকে পাকিস্তানের সেনাশাসকগণ গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে দেশটা জনতার হাত থেকে বন্দুকের নল দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিটারিদের কলোনি করে গড়ে তুলেছে । পাকিস্তানের রাজনীতর বিষবৃক্ষে বেনজির ভুট্টোর বাবা ১৯৭১ সালে ৬ই মার্চে জুলফিকর আলি ভুট্টো শেখ মুজিবর রহমানকে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে নৈতিক সাহার্য করলে আজ তিনি ইতিহাসে যুগপুরুষ হয়ে থাকতেন। সেদিনের ঐতিহাসিক ক্ষণে বাংলাদেশে জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, "বিধির বিধান কাটবে তুমি, তুমি কি এমনি শক্তিমান/ শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলের ও। আমাদের শক্তি মেরে, তোরা ও বাঁচবি নারে / এতো বল নাই রে তোর।" ক্ষমতার লোভে জুলফিকর আলি ভুট্টো সর্বনাশের ভুলপথে চলতে গিয়ে নিজে তো মিলিটারি শাসক জিয়াউল হকের ফাঁসির রায়ে দু:খের দহনে করুন রোদনে ইহধাম ত্যাগ করার পর দেশবাসীদের পাকিস্তানের সেনাশাসকদের গোলাম বানিয়ে গেলেন। সিন্ধু নদ সহ পাঞ্জাবের পঞ্চ নদীর জলে বহে চলে দেশের কোটি কোটি জনতার কান্না। মিলিটারি বা সামরিক শাসন ভিত্তিক পাকিস্তান, মায়ারমার (বার্মা) ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র সোনার হরিণ। জড়িয়ে ধরেছি যারে (দেশের আইন ও পুলিশ) সে আমার নয়। যতবার জনতা গণতন্ত্রের "সলিল ধরিতে গেলে মরীচিকা ছল।"

সামরিক স্বৈরতন্ত্রে মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে আজ পাকিস্তানের সেনাভিত্তিক রাজনীতিতে বেনজির হত্যাযজ্ঞ গভীর ষড়যন্ত্রে ঢাকা কেন? পাকিস্তানের সেনাশাসক পারভেজ মোশারফের বিরুদ্ধে বেনজির ভুট্টো নিজের নিরাপত্তায় হতাশ হয়ে ২০০৭ সালের ২৬শে অক্টোবর তাঁর মার্কিন বন্ধু মার্ক সিজলকে ই-মেইল করেছিলেন। ইতিহাসে সংসারের নানা কর্মে কেহ ব্রহ্মপদ (শ্রেষ্ঠ) এবং কেহ অধোগামী হয়। বাংলাদেশের সাথে অন্যায় ও অবিচার দিয়ে পাকি রাজনীতির হাতেখড়ি। "অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে তৃণসম দহে।" রাষ্ট্র ক্ষমতার সোনার হরিন ধরতে সবাই চায়। এই সিংহাসন পেতে কি অন্যায় ও অধর্মে নারকীয় পৈশাচিক দানব হওয়া কি জায়েজ?

রাজনীতির আয়নাতে বাংলাদেশের সেনাশাসকগণ দেখতে কেমন? ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ঠ বাংলাদেশের সেনাশাসকগণ (ক্ষত্রিয়) ও জামাত সহ মোল্লা (ব্রাহ্মণ) মিলে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাসহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতাকে লুট করে নিয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালে ১৬ই আগষ্ট সকালে বাংলাদেশের সেনাশাসকগণ বাংলাদেশের জনতাকে বঙ্গবন্ধুর জন্যে একটু কাঁদতে পর্যন্ত দেয়নি। দেশের সেনাশাসকগণ শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিজেদের বাবা মা ভাই বোনের কবরস্থানে পর্যন্ত যেতে না দেবার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজনীতির অধিকার হালাল করে নিল। সৌদি আরব সরকার এইভাবে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বকে পদদলিত করেছে। এটা কেমন 'সৌদী' মার্কা অমানবিক ধর্মমত । কোনকালে বঙ্গবন্ধু তো সৌদী আরবের দুশমন ছিলেন না। আজ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ময়দানে কফিনবন্দী গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানে অপাপবিদ্ধ জনতার আর্তনাদে ও শোকে আকাশ বাতাস মুহ্যমান।

১৯৭৫ সালের ১৬ই আগষ্টের পর বাংলাদেশে সেনাশাসনভিত্তিক রাজনীতিতে জামাত সিংহাসন দখল করার পর শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা মা বাবার কবর জিয়ারত করার অনুমতি পর্যন্ত ছিল না। বাংলাদেশের সেনাশাসকদের দু:শাসনের কথা আর কি বলবো? ২০০৫ সালে ৩০শে আগষ্ট ঢাকা হাইকোর্টের রায় ছিল, "বাংলাদেশের সেনাশাসকগণ ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী।" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা লগ্নে বাংলাদেশের কুলাঙ্গার সেনাগণ শুধু অস্ত্র ধারনেই নয়, অন্যায় কাজে এবং নির্মমতায় হাতেখড়ি হল জেনারেলদের সাথে জামাত ও মুসলিম লীগের পান্ডাদের। যুদ্ধপরাধীদেরকে শিক্ষা দিলেন জামাতদের তুষ্ঠ রাখার জন্যে আপন বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে। এই শিক্ষাই, বি এন পি এর মতে, বিগত জোট সরকারের শিক্ষা।

বঙ্গবন্ধু কন্যা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ কোন ব্যক্তিকে বা পাহাড়ীদেরকে জামাতের দাসত্বের অধীনে রাখা যাবেনা। সর্ব প্রকার দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ মাবনাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা পত্রের লিখিত ধারাগুলি সামাজিক ও রাষ্টীয় জীবনে বাস্তবায়িত না হবার পরিনাম ফল রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের অবতারণা। আইনের চোখে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত লাভের অধিকার রাষ্টীয় ক্ষমতায় বাংলাদেশের আছে কি? শেখ হাসিনা সহ কোন ব্যক্তিকে নির্যাতন অথবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা যাবেনা। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টানেরা বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন। ভ্রাতৃত্বসুলভ মনে জামাত পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করে কি? অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে মানবতাবাদ বিশ্বজুড়ে কাঁদছে এবং মন বলে, " শক্তি নাহি আর / নূয়ে পড়ে দেহ ভার / অন্তর লুটায় ছিন্নতরুর মতো ।/ পুরাতন দীর্ঘ পথ / পড়ে আছে মৃতবৎ / হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ। / দিগ হতে দিগন্তরে / মরুবালু ধু ধু করে / আসন্ন রজনী ছায়ে ম্লান সর্বদেশ।/ অর্ধেক জীবন খুঁজি / কোন মনে চক্ষু বুজি / স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর । / বাকী অর্ধ ভগ্নপ্রাণ / আবার করিছে দান / ফিরিয়া খুঁজিতে সে পরশপাথর।"

সেনাভিত্তিক রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক জামাত আজ বাংলাদেশের রাজনীতির বিষবৃক্ষে দেশের সুশীল বুদ্ধিজীবিগণ একটি অন্ধবিশ্বাসকে সরিয়ে দিয়ে আর একটি বিশ্বাসকে বেদিতে স্থাপন করেছেন। জামাত মার্কা ধর্মের চশমা খুলে ফেলে, পরাতে চেয়েছেন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনের চশমা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিষফলের বিপুল বিপদের প্রকৃত চেহারা বাস্তবে দেখতে পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বেনজিরের মৃত্যু পেরিয়ে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনা দেশবাসীদের সত্যদৃষ্ঠি দিয়েছিল। আজকের বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেশে 'বিপ্লবী সরকার' রাষ্ট্রক্ষমতাকে সদ্ব্যবহার করতে পারবেন কি? জামাতের কর্তার ইচ্ছায় সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় কর্ম সম্পাদন করার পরিনাম ফল

ভয়াবহ। ১৯৭২ সালে সাধারন রাজনৈতিক দলের প্রধান হয়ে জুলফিকর আলি ভুট্টোকে 'মার্শাল ল' এ্যাডম্যানিষ্ট্রেটর করা হলো অর্ধেক পাকিস্তান ধ্বংস করে। ১৯৭৫ সালে ঠিক তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমূলে ধ্বংস করে রাজাকার মার্কা দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় জল্লাদ দেশদ্রোহীদেরকে নির্লজ্জভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, " আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া যে বড় হওয়া তাহাকে কোন জাগ্রত সত্ত্বা বড় হওয়া মনে করিতেই পারেনা। যে ছোট সেও যখনই আপনার সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠে। তখনই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে, ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোট হয়েও বাঁচতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না। "